দৈনিক ইত্তেফাক

FEB 16 200

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৮

আমাদের শহীদ মিনার

❑ মঈনুল হক চৌধুরী ❑

১৯৫২-এর একুশে ফেব্রুয়ারী ভাষার জন্য বাঙালী রক্ত দিয়েছিলো ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের হোস্টেল প্রাঙ্গণে, রক্ত দিয়েছিলো ২২শে ফেব্রুয়ারী পুরাতন হাইকোর্ট ভবন ও কার্জন হলের মধ্যবর্তী রাস্তায়, নবাবপুর রোড, বংশাল আর রথ-খোলার মোড়ে। একুশের শহীদ আবুল বরকত, রফিকউদ্দীন আহমদ, আব্দুল জব্বার, সালাহউদ্দীন ও কিশোর অহিউল্লাহ। ২২শে ফেব্রুয়ারীর শহীদ শফিউর রহমান, রিকশা চালক আউয়াল এবং নাম না জানা আরো কয়েকজন, যার মধ্যে ছিল আরো একজন নাম না জানা বালক। এদের কারো লাশ সেদিন আন্দোলনরত ছাত্র-জনতা পায়নি। নিহতদের কবর দেয়া হয়েছিলো গোপনে, রাতের আঁধারে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে। কিন্তু বরকত ও শফিউর রহমান ছাড়া আর কোন শহীদের কবর হয়ে থাকলেও তাঁদের কবর হারিয়ে গেছে। সেদিন স্লোগান উঠেছিলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে "শহীদ স্মৃতি" অমর হোক। শহীদের স্মৃতিকে অম্লান অমর করে রাখার জন্য প্রতীক চাই। তাই সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের সংগ্রামী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে উদয় হয়েছিলো শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ বা শহীদ মিনারের স্বপ্ন। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারীর বৃহস্পতিবার বেলা ৩টা ১০ মিনিটের সময় ভাষা আন্দোলনকারীদের উপর ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণের যে জায়গায় প্রথম গুলী হয়েছিলো, ঠিক সেই জায়গায় নির্মিত হয় প্রথম শহীদ- মিনার। এর সার্বিক তত্ত্বাবধায়ন গ্রহণ করেছিলেন শরিয়তপুর জেলার কৃতী সন্তান ও মেডিক্যাল কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের তৎকালীন ভিপি ডাঃ গোলাম মওলা। এছাড়া সহযোগিতায় ছিলেন ডাঃ মঞ্জুর, ডাঃ আলীম চৌধুরী, ডাঃ এসডি আহমদ এবং ডাঃ বদরুল আলম প্রমুখ। ২২শে ফেব্রুয়ারী দিবাগত রাত থেকে শুরু করে ২৪শে ফেব্রুয়ারী ভোর রাত পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রমের পর এর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলে মিনারটির চারদিকে দড়ি টানিয়ে ঘের দেয়া হয়। শহীদ মিনারের নিচের অংশ লাল শালু কাপড় দিয়ে জড়িয়ে ওপরের অংশে দুটি হাতে লেখা পোস্টার লাগিয়ে দেয়া হয়। একটি পোস্টারে লেখা ছিল "শহীদ স্মৃতি অমর হোক"। আরেকটিতে লেখা ছিল রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।' মেডিক্যাল কলেজের ছাত্ররা নির্মাণাধীন নার্সেস কোয়ার্টারের ইট এবং ঢাকার হোসেনী দালান এলাকার মোহাম্মদ পিয়ারু সরদারের গুদাম থেকে সিমেন্ট, বালু, সুরকি দিয়ে তৈরী করেছিলেন-প্রথম শহীদ মিনার। মেডিক্যাল কলেজের তখনকার ছাত্র সাইদ হায়দারের নকশায় এবং বদরুল আলমের রেখায় মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে ২৩শে ফেব্রুয়ারী রাতারাতি মেডিক্যালের ছাত্র-ছাত্রীরা ও কর্মচারীরা তৈরী করেছিলো এগারো ফুট দীর্ঘ একটি শহীদ মিনার। ২৪শে ফেব্রুয়ারী সকালে তা উদ্বোধন করেছিলেন শহীদ শফিউর রহমানের পিতা। শহীদ মিনারের সামনে দড়ি দিয়ে ঘেরা অংশে একটা বড় কাপড় বিছিয়ে দেয়া হয়েছিলো। হাজার হাজার আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা প্রতিদিন লাইন করে দাঁড়িয়ে শহীদ মিনারের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানো ছাড়াও সেই বিছিয়ে রাখা কাপড়ে সাধ্যমত টাকা-পয়সা দিয়েছিলেন। এমনকি অনেক গৃহবধূ তাদের গায়ের গহনা পর্যন্ত দান করেছিলেন। ২৪ থেকে ২৬শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যেই এই শহীদ মিনার হয়ে ওঠে বাঙালির তীর্থ-কেন্দ্র। কিন্তু তৎকালীন সরকার তা মেনে নিতে পারেনি। তাই ২৬শে ফেব্রুয়ারীর অপরাহ্নের মধ্যেই বাংলাদেশে বাঙালীর প্রথম শহীদ মিনারটি আক্ষরিক অর্থে নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়। কিন্তু বাঙালীর হৃদয়ে যে স্মৃতির মিনার গাঁথা হয়েছিলো তাতো কখনোই মুছে যাবার নয়। ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৫ সাল এই তিন বছর শহীদ মিনারটি যে জায়গায় ছিল সেখানে কালো কাপড়ের ঘেরা দিয়ে শহীদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে জনতা পুষ্পস্তবক অর্পণ করেছে। ১৯৫৫ সালের আগষ্ট মাস থেকে ১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত পূর্ব- বাংলার কৃষক-শ্রমিক পার্টির আবু হোসেন মন্ত্রীসভা ক্ষমতায় ছিলেন।

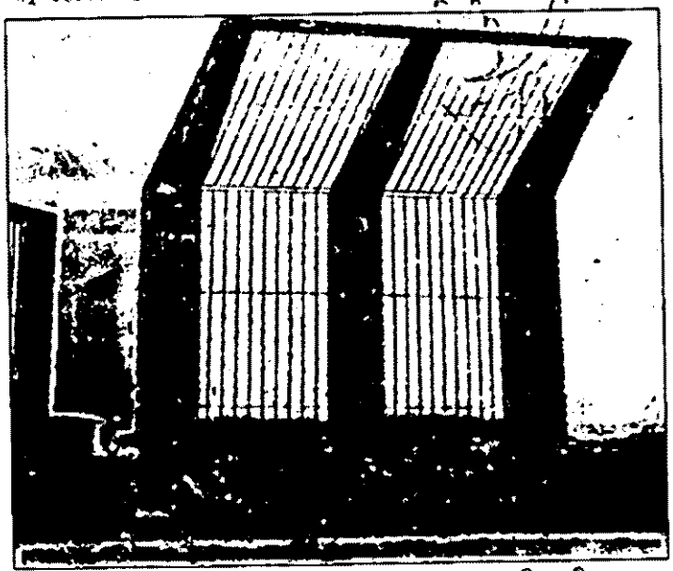

১৯৭৩ সালে নির্মিত শহীদ মিনার। মা, মাতৃভাষা ও মাতৃভূমির প্রতীক

তারপর আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এসেছিলো। ১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এবং ক্ষমতায় ছিল ১৯৫৮ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত। জনাব আবু হোসেন সরকার ও জনাব আতাউর রহমান খানের মুখ্য মন্ত্রীত্বের সময় যথাক্রমে বর্তমান শহীদ মিনারের ভিত্তি ও মঞ্চ নির্মিত হয়।

বর্তমান শহীদ মিনারের স্থান নির্বাচন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছিলো- ১৯৫৬ সালের একুশে ফেব্রুয়ারীতে। মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের যে স্থানটিতে আবুল বরকত শহীদ হয়েছিলেন, সে স্থানে ১৯৫৬ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী ভাষা আন্দোলনের অন্যতম শহীদ রিকশাচালক আউয়ালের দুই বছর বয়স্ক মেয়ে বসিরনকে দিয়ে জনতা শহীদ মিনারের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করায়। অবশ্য পরের দিন সকালে আনুষ্ঠানিকভাবে শহীদ মিনারের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকার, আওয়ামী লীগ সভাপতি মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী এবং শহীদ বরকতের মা হাসিনা বেগম। কিন্তু আবু হোসেন সরকার মন্ত্রীসভার আমলে শহীদ মিনারের পরিকল্পনা প্রণয়ন বা বাস্তবায়নের কাজ আর বিশেষ অগ্রসর হয়নি। পরবর্তী মন্ত্রীসভা ছিল আতাউর রহমান খানের, এবং তা ১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৫৮ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত মোট চৌদ্দ মাস ক্ষমতায় ছিল। এসময় শহীদ মিনারের পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং নির্মাণের কাজ বেশ অগ্রসর হয়। আতাউর রহমান খান মন্ত্রীসভার আমলেই ১৯৫৭ সালের ১০ই আগষ্ট বাংলা একাডেমীর প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে যে ২১ দফার ভিত্তিতে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলো তার দুটি দফা ছিল শহীদ মিনার নির্মাণ ও বাংলা একাডেমী স্থাপন। ১৯৫৬ সালের শরৎকালে সরকারের প্রধান প্রকৌশলী এসএ জব্বার এবং শিল্পী জয়নুল আবেদীন শহীদ মিনারের জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরী করতে শিল্পী হামিদুর রহমানকে অনুরোধ করেন। সেই অনুযায়ী শিল্পী হামিদুর রহমান শহীদ মিনারের জন্য একটি মডেল, বায়ান্নটি নকশা এবং পরিকল্পনা কাগজপত্র পেশ করেছিলেন। বিখ্যাত গ্রীক স্থপতি ডক্সিয়াডেস, প্রকৌশলী জব্বার এবং শিল্পী জয়নুল আবেদীনকে নিয়ে গঠিত কমিটি হামিদুর রহমানের নকশাটি অনুমোদন করেন এবং সেই অনুসারে ১৯৫৭ সালের নভেম্বর মাসে শহীদ মিনারের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। ১৯৫৮ সালের একুশে ফেব্রুয়ারী শহীদ দিবসের মধ্যে শহীদ মিনারের ভিত্তি, মঞ্চ, এবং তিনটি স্তম্ভ নির্মাণের কাজ শেষ হয়। উল্লেখ্য, ১৯৫৭ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৫৮ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত শহীদ মিনারের নির্মাণ কাজ চলে, কিন্তু প্রথমে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঘটলে, ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি হয়, ফলে শহীদ মিনারের কাজ বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৫৮ সাল থেকে ১৯৬২ সাল এই পাঁচ বৎসর অসমাপ্ত শহীদ মিনারেই প্রতি একুশে ফেব্রুয়ারী শহীদ দিবসে মানুষ ভাষার শহীদদের উদ্দেশ্যে পুষ্পস্তবক দিয়েছেন, শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। শহীদ মিনার ক্রমে ক্রমে হয়ে উঠেছে এদেশের মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ও সাংস্কৃতিক দাবী আদায়ের, সংগ্রামের প্রতীক। ১৯৬২ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী অসমাপ্ত শহীদ মিনারের কাজ সমাপ্ত করার ব্যাপারে সুপারিশ করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ মাহমুদ হোসেনকে সভাপতি ও অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীকে সদস্য সম্পাদক করে চৌদ্দ সদস্যের একটি কমিটি গঠিত হয়। ঐ কমিটি শিল্পী হামিদুর রহমানের ১৯৫৭ সালের শহীদ মিনারের মডেলটি ভিত্তি করে সহজ ও ছোট আকারে শহীদ মিনার তৈরীর কাজ শেষ করার সুপারিশ করেন। সেই অনুসারে কাজ শুরু হয় এবং ১৯৬৩ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে এই শহীদ মিনারটির উদ্বোধন করেন শহীদ আবুল বরকতের ৭২ বছর বয়স্ক মা হাসিনা বেগম। ১৯৬৩ থেকে ১৯৭১ সাল এই নয় বছর ঐ শহীদ মিনার ছিল এ দেশের প্রতিটি আন্দোলন ও সংগ্রামের শপথ গ্রহণ কেন্দ্র। ১৯৬৬ সালের ছয় দফা ভিত্তিক স্বাধীকার আন্দোলন, উনসত্তরের এগারো দফা ভিত্তিক মহান গণঅভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচন এবং একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলনে শহীদ মিনার বাঙালিকে দিয়েছে কঠিন থেকে কঠিনতর সংগ্রামে এগিয়ে যাবার প্রেরণা। তাইতো একাত্তরের ২৫শে মার্চ বাংলাদেশে গণহত্যা শুরু করে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী ২৬শে ও ২৭শে মার্চ ভারী গোলাবর্ষণ করে এই শহীদ মিনারের স্তম্ভগুলো ধ্বংস করে দেয়।

১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম শহীদ দিবস পালিত হয়েছিলো ঐ ভাঙ্গা শহীদ মিনারেই। স্বাধীন বাংলাদেশ ১৯৭২ সালের জানুয়ারী মাসে রাষ্ট্রপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে সভাপতি করে শহীদ মিনার পুনরায় নির্মাণের জন্য নকশা ও পরিকল্পনা আহ্বান করা হয়েছিলো। শিল্পী হামিদুর রহমান স্থপতি এমএস জাফরের সঙ্গে মিলিতভাবে স্বাধীন বাংলাদেশে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের জন্য সরকারের কাছে পরিকল্পনা ও নকশা পেরণ করেন। এই নকশাটিও হামিদুর রহমানের সাতান্ন সালের শহীদ মিনারের মূল নকশাটির মতোই ছিল। যার ব্যাখ্যা হল এই শহীদ মিনার এবং তার স্তম্ভগুলো যথাক্রমে মাতৃভাষা, মাতৃভূমি তথা মা ও তাঁর শহীদ সন্তানদের প্রতীক। ❑